ছমিনুল চাচার বিপ্লব চিন্তা

দিলীপ বাগচী

উত্তর নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কালান্তর এলাকার কথ্য ভাষায় রচিত

অনেক দিন পর হাটতলায় চনা ফকীর (চন্দ্রনাথ দাস বৈরাগ্য সংক্ষেপে ঐরূপ প্রাপ্ত) চায়ের দোকানে আমার হাটতুতো চাচা ছমিনুল মিঞার সাক্ষাৎ মিলল। ছমিনুল চাচার বয়স এখন প্রায় পঁচাত্তর। 'প্রায়' বলিলাম, কারণ চাচার বয়সের হিসাব বড়ই জটিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'সেই মুল্লাজীদের পাকা বাড়ীর জন্যি ইটের ভাঁটা পুড়িয়েলো, সেই ভাঁটার আগুন হোনে পেত্থম বিড়ি ধরিয়েলাম।' এক্ষণে, কোন গ্রামীণ বালক সাধারণতঃ কত বয়সে বিড়ি ধরিতে পারে তাহা ধারণা করিয়া, মোল্লাজীদের পাকা বাড়ী নির্মাণের আনুমানিক কাল নিরূপণ করিয়ে, অতঃপর ভিত্তি খননের অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে ইঁট পোড়ানো হইয়াছিল ধরিয়া চাচার বয়স বাহির করিতে হইবে। এমন দুরূহ পাটীগণিত অভ্যাস করা অপেক্ষা একটানে আন্দাজ করাই শ্রেয়ঃ। চাচা ইংরাজ আমলে ইংরাজ ভক্ত ছিলেন, তারপর কখনো মুসলীম লীগ, কখনো কংগ্রেস ইত্যাদি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমানে, চনার ভাষায়, ''লাল পার্টির'' উগ্র সমর্থক। এই বিচিত্র বিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাচা বলে, ''আমরা হলাম গিয়ে বাপ ভেতু কুমড়ু (চাল কুমড়ো), চালের গোড়ে গোড়। আমি সব্বোদা গরমেন্টাল পার্টি করি। তা, অতো বড়ো গরমেন্টাল যে পাল্টে যাইছে, একবার বিটিশ, একবার কংগেছ, একবার সেই তাই করছে -- কই কুনু সুমুন্দি ঠেকাতে পাচ্চে ? শুদু চাচার ওপর অবঘেন্না ! চাচা ক্যানে এই হ'লে, তাই হ'লে -- লরম কাটে ছুতুরের বল, লয় !''

দেখিলাম চাচাকে ঘিরিয়া বেশ একটি উৎসুক জনতার জমায়েত হইয়াছে। চাচা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দাড়ি চুমড়াইয়া, হাত নাড়িয়া, চক্ষু ও মস্তক সঞ্চালন করিয়া কিসব বলিতেছে। আমাকে দেখিয়া চনা হাসিমুখে, ''দাদা বসুন, অনেকদিন পর এলেন'', বলিয়া একটি নারিকেল দড়িতে পায়া বাঁধা টুল খুঁটির সঙ্গে ঠেসাইয়া বসিতে দিল। বলিল, ''দাদা, ডিসটাপ করবেন না। চাচা আবার কলকাতায় পার্টির মিছিলে গিয়েছিল। সেই কথাই চলছে।''

আমাকে দেখিয়া চাচা কথা বলিতে বলিতেই একবার ঘাড় নাড়িয়া হাসিল। শুনিলাম চাচা বলিতেছে : ''জানলি অজত (রজত), আমিতো

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ভেবেলাম পার্টিটা মনে করি কংগেছ হয়ে যেছে। এতো খুপই ভাল কথা। দু'টো দল মিলে এক হ'লি ব্যস, আর কুনু ঝই ঝামেলি নাই। তা'পর মনে কর কংগেছ দলটার একটা মুনের মতুন ন্যাতা পাওয়া যাইছে না। দিন একটা করি ন্যাতা পাল্টাইছে। যাক্, তবে আজীব (রাজীব) যতি জতি বোসকে কংগেছের ভারাপণ (দায়িত্ব ভার অর্পণ) করে তবে সম্মাই ভাল থাকপে। তারপর মুনে কর গিয়ে এই পার্টিটাকে যেতো খারাপ ভাবতাম তা তো লয়। সবই মানে। সব জাতের পরবেই ছুটি দেয়, মলি পরে হিদু হ'লি পুড়ায়, মোচলমান হ'লি গোরে দেয়। তা'পর ধর, মানী নোককেও মান দেয়।'' এমন সময় রজত রসভঙ্গ করিল। বলিল, ''তাহলে চাচা এগুতে ইদেরকে ইবলিশের বাচ্চা ব'লে গাল দিতে যে।'' চাচা রাগিয়া উঠিল, ''কেনে বুলবে না রে হারামজাদা। ত্যাখুন যে সব মানী লোককে হ্যানেস্তা করতুক। দু'বেলা এঁটো হাত ধুলি হিংসে করতুক। বলতুক - শালো ইক্সনারীর (রিঅ্যাক্শনারীর চাচা সংস্করণ) প্যাট ফাঁসাতি হয়। আর ক্যামুন সব চিহারীর ছিরী, আহা! য্যান বাগুন ক্ষেতে কাগতেড়ের দল। সব মাওরার (পিতৃমাতৃহীন) পাল! ঘর নেই, সংসার নেই, মাগ নেই, ছেলি নেই, নাওয়া খাওয়া নেই -- শুদু 'তিন কিলো জিন্নার বাপ্' কল্লিই হবে! আর অ্যাকুন দ্যাখো কি সোন্দর সব ত্যাল চুক্ চুক্ চিহারা। দেখলিও ভাল নাগে। ত্যাখুন তো কেউ উদিগে মেয়ে দিতুক না। দু'টো এলটা যা নাপ বিয়ে (লাভ ম্যারেজ) হতুক। কেন্তুক অ্যাকুন, দ্যাখো গিয়ে, সম্মাই বিয়ে কচ্চে। নোকে মেয়েও দিচে। পেচেও ভাল - পিয়ে নাখ টাকা দাম। ঐ যি, কি না য্যানো, সেই এক ঠ্যাঙ্গা বকের মতু দেখতি - একবার হাটতলায় বক্তিমে দিয়েলো - কি চিচকার! গলায় মাইক লাগে না। ভাঙ্গা ছাইকেলে করি শহরে ঘুরতোকজ। মন্ত্রী হয়ি, শরীল্ডা সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ি, ব্যাস্ বিয়ে করি ফেললু। যে কডা মাওরা বাওরা ছেল সব ভোটে জিতে টপাটপ বিয়ে কচ্চে। ত্যাকুন সব ঘাড়ে হাত দিয়ি বলতাম ক'তাম্। আর অ্যাকুন! বাপ্পা, ছুমুতে পুলিশ, পেছুতে পুলিশ, দুদ রং-এর গাড়ি, মুখকান পটল পুড়ার মতু গম্ভীর - যা দি'নি ছামনে! ঠিক একেবারে কংগেছের মন্ত্রীদের মতু। এই না হ'লি মানায়! ভিকিরির জামা গায়ে কি আজ-সিংহাসনে মানায়! আর আজা হ'য়ি কি সদা সব্বোদা ভিকিরির সঙ্গে সঙ্গ করা ভাল দ্যাকায়। যে পুজোর যে রীতি - মানবা না ক্যানে? নামাজ পড়বা অথচ অজু করবা না - ইডা ক্যামুন কতা - এ্যাঁ!''

এইবার চনা বলিয়া ফেলিল, ''কিন্তু চাচা, সব মাওরা বাওরাই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

(পাগল/উদাসীন) তো আর তেল চুকচুকে হ'তে পা'রে নি ।''

''আরে সেগুনুই তো সব লকশাল হ'য়েলো'' - চাচা তুরন্ত জবাব - ''আর তা' পরেও যে কডা ছেলো সে কডাকে অ্যাকুন পরপর খেদাইচে ।''

''সেটা কি ভাল হচ্ছে ? দুঃখের দিনে ভাঙ্গাঘর যারা ঠেকনো হয়ে ঠেকালো - এখুন তাদের খেদানো কি মানুষের কাজ ?'' চনার এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নে চাচা একটু বেসামাল হইয়া খানিক আমতা আমতা করিয়া কহিল, ''ভাঙ্গা ঘর য্যাখুন ছেলো ত্যাখুন না হয় ঠেকনো দরকার ছেলো । অ্যাকুন ভাল পাকা ঘর হই গিইচে, আর তোর ঐ ঠেকনো দিই কি হবে ? উ সব জঞ্জাল ছাড়া আর কি ? অ্যাকুন কতো ভালো ভালো নোক আসচে দলে, কতো বড়ো বড়ো নোক। এইতো আমাদের গাঁয়ের হাজছাহেব (হাজী সাহেব), হক ছাহেব, মিঞে বাড়ী, তাপর ছোট মুল্লাজী বাদে মুল্লা বাড়ীর সম্মাই - সম্মাই কংগেছ ছেড়ি এখন এই দলে । ছোট মুল্লাজী নিহাৎ কংগেচের হ'য়ি বড় ভোটে (বিধান সভায়) ডেঁড়িয়েলো তাই চোকক্কু নজ্জায় আসতে পাচ্চে না । কেন্তুক, বটুকখানা ঘর পাটির অপিসের নেগে ছেড়ি দিইচে । তবেই বোজ । এই তো কোলকাতায় মিটিনে কি য্যান, সেই - তুতলা বড় ন্যাতা, দিল্লী হোনে এ'য়েলো - সে বুল্লো, জতি বোস বুল্লো - পাটি লতুন আস্তা ধরেচে, পচন্দ হয় থাকো না হয় মানে মানে খস্যে পড়ো ।''

চনা আবার খেই ধরাইয়া দিল, তাহলে চাচা ক'লকাতার মিটিং-এ কি লাল পার্টি আর কংগ্রেস পার্টি এক হ'য়ে মিশে গেল ?

চাচা হা হা শব্দে হাসিয়া কহিল, ''না রে না - সিডাই তো আমার ভুল - একিবারে বিসমিল্লায় গলদ ! দ্যাশের সব জাগা হোনে নোকজন এসি মিটিন্ হলি নাকি তারে কংগেচ কয়, জান্লি । বুড়ু বয়েসে কত যে শিকবু ! তবে পাতাল অ্যালে চড়ার সক ছিলু হলু না । সেদিন বন্দ রেখেলো, ওবিবার কিনা, তাই । বোজো একবার, গাড়ী ঘোড়ার আবার ওবিবার ! কালে কালে যে আর কত দেকবু ।''

আমি প্রশ্ন করিলাম, 'তা চাচা, কলকাতার মিটিংয়ে নেতারা কি বললো আর - এরকমই চলবে, না অদল বদল হবে - মানে নতুন কিছু হবে?'

চাচা বলিল, ''ন্যাতারা বললে যি কেন্দ সরকার বামফন্ট সরকাররে কাটবেটার মতুন দেখছে । তা'পর ধরো এটুনু খ্যামতায় লতুন কিচু হবে না । রদল বদল কত্তি গেলি বিল্বম্ (বিপ্লব) কত্তি হবে । কেন্তুক, সব নোক সিডা না বুজলি হবে না । এই বেবুস্তাডা যি খারাপ সিডা তো বুজতি হবে । আমার তো

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

মনে হয়, ঠিকই বুলচে । গ্যাঁজা খাওয়া যি খারাপ, সিডা গ্যাঁজা খেয়ি রোগ না বাদা, কি না মরা পজুন্ত কি গেঁজেল বোজে ?''

আমি বলিলাম, ''কেন অভিজ্ঞ ডাক্তার, যে কিনা মেলা গেঁজেলের চিকিৎসা করেছে, সে যদি বলে - খেয়ে না, মরবে - তাহলে ?''

চাচা আবার হাসিয়া সকলকে সাক্ষী মানিয়া কহিল, ''শোনো একবার, আমার বাপধনের - কতা শোনো । আরে ডাক্তারের কতায় নিশা ছাল্যে তো ছেক্রেট বিক্কিরী কবেই বন্দ হয়ি যেতুক ! ছেক্রেটের ঠোলের গায়ে তো নিকেচে - খেলি পরে মরবা । তা কি বন্দ হইচে, না বেড়ি যেছে - এ্যাঁ ?''

''তা হ'লে বিপ্লব হবে'' - অর্ধআশ্বস্ত কণ্ঠে বলিলাম ।

''হবে না ক্যানে বাপ, লিচ্চয় হবে'' - চাচা বেশ আস্থার সহিত উত্তর করিল ।

''চাচা তুমি বিপ্লব করবা তো ?'' - চনার অস্বস্তিকর প্রশ্ন ।

''কেনে করবু না - লিচ্চয় বিল্বম্ করবু - ত্যাবে যতি দু'এক বচরের মদ্দি হয়, আর যতি আল্লার রহমে বেঁচি থাকি'' - চাচার জল্‌দি জবাব। ''ত্যাবে আমি না থাকলিও অবকুল আর এজেল আচে - উরাই করবি (রবকুল, রেজাউল চাচার দুই পুত্র) । প্রশ্ন ছুঁড়িলাম, ''তা, বিপ্লব কবে হবে ? নেতারা কি বলছে ?'' ''ক্যানে, কাগজে দ্যাখ নি ? জতি বোস তো বুলেচে,'' চাচার উত্তর ।

চনা বলিল, ''কি বুলেছে তা কি আর দাদা শুনেচে, আর গাঁয়ে কাগজ কি সবার কাচে আসে ? তুমি শুনে এলে - তুমিই বল ক্যানে ।''

চাচা কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, ''জতি বোস বুলেচে বিল্বম ক'রে ভোটে জিতা হয় নি বলি অ্যানেক আওসা (আবর্জনা) দলে দলে ঢুকি পড়েচে । আর তাথেই - ম্যালা আজুগাজু (আজেবাজে) কাজ হইচে । একবার বিসমিল্লা বুলে বিল্বমড়া করতি পাল্লি - ব্যস্ - সব মেজিকের মতু ঠিক হই যাবি ।''

''কিন্তু বিপ্লবটা কবে হবে ?''

''যতি আমার মত লাও,'' চাচা কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, ''থ্যাবে সিডা ঐ ফুজোর ছুটিতে কল্লিই ভাল হয় । থ্যাকুন গরমডাও কম, শীতও বেশী লয় । আর তারপর মুনে কর নোকের হাতে পাটের পয়সা থাকে । যারা চাকরী করে, তাদেরও ছুটি থাকে - সেল মেল (সি. এল. ইত্যাদি) কাটা যায় না । আরো মুনে কর তারা বুনাচ খিস্তি মিস্তি পায় --''

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

এইখানে চনার প্রশ্ন, ''খিস্তিডা কি চাচা ?''

চাচা বাধায় বিরক্ত হইয়া কহিল, ''আরে হারামজাদা হাটে বসি আচিস আর খিস্তি বুজিস্ নে ? ঐ যি গরমেন্টাল দু'বের তিনবের করে মাইনে বাড়াইচে - শুনিস নি ? যাগ্‌গে সে কতা । কাজেই আমার মতে ঐ ছুটিডার মদ্দি বিল্বম্ হলি ভাল হয় । বিল্বম্ডা কত্তি গেলি ঐ গরমেন্টাল চাকরী করা নোক, তা'পরে মাস্টারদেরই তো বেশী বেশী দরকার হবি । আর উদের ছুটিডাও ঐ সুমায়ে । বিল্বম করো, ঝাড়া হাত পায়ে খাসীর ঝোল আর ব্যালডাঙ্গার লতুন ফুলকপির ডালনা, আর তার সঙ্গি টমাটুকের চাটনী - ক্যামন জমবি বল্ দি'নি ?'' চাচা স্বপ্নিল অথচ চকচকে চোখে চনার দিকে তাকায় । চনা বলিয়া উঠে, ''ফাস্ কিলাস চাচা ; তবে বিল্বমের পর ভোজে আমারে আর চিদ্দারে জিয়াপৎ (নিমন্ত্রণ) দিতে য্যানে ভুল না হয় ।''

আমি আবার আসন্ন বৈপ্লবিক ভোজের রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, ''তা কোন পুজোর ছুটিতে তোমার বিপ্লব হচ্ছে চাচা ?''

চাচা, সম্ভবতঃ আমার মূঢ়তায়, করুণার হাসি হাসিয়া বলিল, ''দাঁড়াও ! এ্যাতো আকা পাকা (ছটফট) কল্লি হয় ! চাঁদ উঠুক !''

''চাঁদ ?'' আমার ও চনার কোরাস প্রশ্ন ।

''হ্যাঁরে বাপ হ্যাঁ - চাঁদ ! বুজতে পাল্লে না ? আরে বলি, রিদির চাঁদ না উঠলি ওজা ভাঙ্গে কি ? পুন্নিমে নাইলে কি লোক্‌খী পুজু হয় ? তেমনি বিল্বমের ও তো চাঁদ দরকার - না কি ?''

''তা সে চাঁদটা দেখবে কে ? তুমি আমি দেখলে হবে ?''

''খেপিচ !'' আমার অজ্ঞতায় চাচা বেশ বিরক্ত, আবার বুঝাইবার সুযোগ পাইয়া খুশীও, ''বাপধন, এতো রিদ বা পুন্নিমের চাঁদ লয়, এ হলু কিনা বিল্বমের চাঁদ ! ভাল এমাম কি পুরু না দেখ্‌লি হবে না । তুমি আমি চাঁদ দ্যাখলাম - বেশ, কেত্তুক নগ্নডা, সিডা কি তুমি আমি জানি ? সে সব কেতাবে আচে । আবার মুনে করো, পাঁচরকম কেতাবে পাঁচ রকম সুমায় । তার মদ্দি কুনডা আমাদের গাঁয়ে নাগবি, সিডা ওই এমামই জানে ।''

''গাঁয়ের এমাম দেখলি হবে ?'' চনার শান্ত প্রশ্ন । চাচা দাঁত খিচাইয়া কহিল, ''বুকা পাঁটার মত কতা বলবিনে চনা ! গাঁয়ের এমাম বিল্বমের বোজেডা কি ? পছে এমাম লাগবে রে, পছে (পশ্চিমদেশীয়) এমাম । বুজলি !'' ''ক্যানে ?'' আবার চনা দুঃসাহসিক চিত্তে প্রশ্ন করে । ''আরে গাধা বুজলি নে ?'' চাচা সরল করিয়া বুঝাইতে থাকে, ''য্যাতো ভাল ভাল দ্যাশ সবই তো

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পচ্চিমে । আমাদের মক্কা, মদিনা তোদের গয়া, কাশী, বেন্দাবন, তা'পরে মুনে কর, রুশ, চীন, বিটিশ, আমেরিকান, পাকিস্তান, আরব সব ভাল ভাল দ্যাশ সবই তো পচ্চিমে । তাই বিল্বমের বিধেন নিতি ঐ পচ্চিমেই দেকতি হবে । দিশী মাল মানেই ভ্যাজাল, খাঁটি মাল পাবি সব পচ্চিমে - তা ধম্মোই বলো, ওষুদ বলও, ন্যাকাপড়া বলো, আর বিল্বম বলো - স-অ-ব !'' বলিয়াই চাচা একটি বিরাট হাই তুলিয়া হাঁকিল, ''দে চনা, এক কাপ টক চা দে । সেই সকাল হোনে বকিয়ে বকিয়ে গলাডা শুকিয়ে দিলি ।''

চাচা কলিকাতা হইতে 'লেমন টি' খাওয়া শিখিয়াছে । চাচার ভাষায় উহাই টক চা ।

চনা চা করিতে গেল । এমন সময় রজত বলিল, ''চাচা, দু'এক বছরের মদ্দি তোমার বিল্বম হলি তুমি যাবা তো বিল্বম ক'ত্তে ?''

চাচা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, ''দ্যাল অজত সব্বোদা ঐ সব অসুটোনো (অবান্তর) শুনতি ভাল নাগে না । বল্লামই তো যাব ! যদি বেঁচি থাকি, তবে লিচ্চু যাব ।''

''তুমি নিজেই যাবা তো ?'' চনা চা আগাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করে ।

চাচা খানিক হাসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, ''জানো বাপধন, তোমার চাচী বুললে সেদিন খেতি খেতি - বুড়ু বয়সে ওসব দিক্কতি করে নাভ কি ? যদি হৈ হেঙ্গাম হয় ! তা আমি বল্লাম - আরে খেপী আমি কি আর নিজি যাব - ঐ কিরষাণডারে পেটিয়ে দোব, আর ঘরে বসি বিল্বমের জন্যি আল্লার দোয়া মাগব । বুজলি !''

রজত বলিল, ''সে তো আর তা হলি তুমার যাওয়া হলু না !''

চাচা খেঁকিয়া কহিল, ''ক্যানে হলু না ? সি বছর গাঁয়ে ডাকাতির ভয়ে ভলুন্টারী পাটি হলু । আমার যেদিন ডিউটি পরতুক, আমি তো কিরষাণডারেই পাটাতাম । বিল্বমের দিনও তাই করবু । তা তুই কি মনে করিচিস বিল্বমের মাদানে জতি বসুরা যাবে ! আরে বুরবাক্ ! তবে মন্ত্রী হয়ি আজত্ব কে করবে, বক্তিমে দিবে কে, বল দিকি ? তুই না আমি ?'' বলিয়াই চাচা আর বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবেগে পশ্চাৎ ফিরিয়া হন্‌হন্ করিয়া হাঁটা আরম্ভ করিল ।

[অনীক (জানুয়ারী, ১৯৮৭) পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।